অষ্টম অধ্যায়

ভাস :

সংস্কৃত ভাষায় নাট্যকার রূপে যাঁরা বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে ভাস অন্যতম। ভাসের নাট্যকাররূপে আলোচনা বেশ সাম্প্রতিকালের। কেননা, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের গণপতি শাস্ত্রী কর্তৃক ত্রিবান্দ্রামে পদ্মনাভপুরম্ অঞ্চলের সন্নিকটে তেরখানি নাটক আবিষ্কারের পূর্বে ভাস সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু আবিষ্কৃত নাটকসমূহে নাট্যকারের নাম বা তৎসম্পর্কিত কোনো ইঙ্গিত নেই; অবশ্য গণপতি শাস্ত্রী তেরখানি নাটকের তুলনামূলক আলোচনা ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের ভাসসম্পর্কিত উক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে উক্ত তেরটি নাটকই ভাস কর্তৃক রচিত। গণপতি শাস্ত্রী তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে নিম্নোক্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন : "প্রস্তাবনার পরিবর্তে স্থাপনা শব্দের প্রয়োগ, স্থাপনায় নাট্যকারের নামের অনুল্লেখ, স্থাপনার পরিবর্তে গ্রন্থশেষে পুষ্পিকায় গ্রন্থের নাম উল্লেখ, নান্দী শ্লোকে মুদ্রালংকারের প্রয়োগ, শ্লেষের দ্বারা প্রধান চরিত্রগুলির উল্লেখ, কতিপয় নাটকে একই প্রকার ভরতবাক্যের প্রয়োগ, অপাণিনীয় পদের ব্যবহার, নাট্যশাস্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ নাট্যকৌশলের প্রয়োগ, প্রাকৃত ভাষার প্রাচীনতা, বিভিন্ন নাটকে একই বাগধারা, এই প্রকার শ্লোক ও বাক্যগঠনরীতি, একই পতাকাস্থান, নাট্যকৌশলে, কবি-কল্পনা, সামাজিক অবস্থার চিত্র প্রভৃতি বহুবিধ সাদৃশ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় এই নাটকগুলি একই নাট্যকারের রচনা এবং সেই নাট্যকার হলেন ভাস।" [সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস : ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।] অবশ্য অনেকে উক্ত যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হন নি। তাঁরা মনে করেন, যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে ভাস-রচিত নাটকগুলির বিশিষ্ট লক্ষণ বলা হয়েছে তা দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত অনেক নাটকেই পাওয়া যায়। অন্তত ছয়জন নাট্যকার 'স্বপ্ন' বা 'স্বপ্নবাসদত্তা' নাটক রচনা করেছেন। সুতরাং উক্ত নামের নাটকই যে ভাস রচিত এমন বলা যাইবে না। প্রাপ্ত নাটকগুলিতে যে অপাণিনীয় প্রয়োগ আছে তা লিপিকরদের প্রমাদও হতে পারে। কালিদাসের 'মালাবিকাগ্নিমিত্রে'র প্রস্তাবনায়, বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে'র উপক্রম অংশে বা রাজশেখর ভাস রচিত 'স্বপ্নবাসত্তা'র নামোল্লেখ করেছেন বলেই যে ভাস কালিদাস পূর্ববর্তী এমন বলা যাবে না; আবার কালিদাস পরবর্তী এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন, রাজসভাতে নাটকগুলি অভিযোজিত হতো বলে নাট্যপ্রযোজক তাঁর নামের সঙ্গে গ্রন্থের নাম যুক্ত করে দিতেন। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে : 'ইতিমধ্যে কেরল হইতে আরও দুই একটি নাটক আবিষ্কৃত হইল যাহার রচনা পূর্বাবিষ্কৃত 'ভাস' নাটকাবলীর মতো, কিন্তু রচনাকাল অষ্টম শতাব্দী। তখন বোঝা গেল যে ভাস নাটকগুলির মতো এই নাটকও কেরলের পেশাদার নাট্য সম্প্রদায় চক্কিয়ারদের সম্পত্তি। ইহারা পুরানো নাটক কাটাই ছাঁটাই করিয়া নিজেদের ছাঁচে ঢালিয়া অভিনয় করিতেন। অনেক সময় একটিমাত্র অঙ্কে বা দৃশ্যে ইহাদের নাট্যবস্তু নিবদ্ধ হইত। নাটকগুলি প্রাচীন কবি ভাসের কিনা এ বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। তবে এই পর্যন্ত নির্ভর করিয়া বলা যায় এ নাটকগুলি যেভাবে পাইয়াছি

Scanned with CamScanner

তাহা খুব প্রাচীন নয়, সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীর (অথবা আরও পরবর্তীকালের) সংস্করণ কেরলে সম্পাদিত। রচনাগুলির কোন কোনটির মূলে সম্ভবত প্রাচীনতর নাটক ছিল। সে নাটক অথবা (অথবা নাটকগুলি) কালিদাসের পূর্ববর্তী কিনা বলা সম্ভব নয়।"

[ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস।]

ভাসের জীবৎকাল :

ভাসের জীবৎকালও বিতর্কিত। তাঁকে খ্রিঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টাব্দ একাদশ শতাব্দীর মধ্যে যে কোনো কালে স্থাপন করা হয়েছে। গণপতি শাস্ত্রী ভাসকে বুদ্ধদেব ও পাণিনীর পূর্ববর্তী বলে মনে করেন। কেননা, কৌটিল্যের রচনায় ভাসের দুটি শ্লোক উদ্‌ধৃত হয়েছে এবং তাঁর নাটকে অ-পাণিনীয় ব্যবহার আছে। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল খ্রিঃ ২য় শতাব্দীর পূর্বে নয়। ভাসের নাটকে পালটিপুত্র নগরীর যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাও বুদ্ধদেব পরবর্তী কালের পাটলিপুত্র। আবার ভাসের নাটকে নাট্যশাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানা হয় নি বলে ভাস ভরত পূর্ববর্তী। কিন্তু তা যথার্থ বলে মনে হয় না; কেননা ভরতের নাট্যশাস্ত্র দক্ষিণভারতে প্রচলিত হতে যথেষ্ট সময় লেগেছিল। ভাস অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত'কে লক্ষ করে 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণে'র একটি শ্লোক রচনা করেন। ভাস রচিত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত অশ্বঘোষের নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত অপেক্ষা অর্বাচীন। এই সমস্ত দিক বিচার করে মনে হয় ভাস অশ্বঘোষ ও কালিদাসের অন্তর্বর্তীকালে বিদ্যমান ছিলেন। ভাস সম্ভবত খ্রিস্ট্রিয় তৃতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর নামে প্রচলিত সমস্ত নাটক তাঁর রচিত বলে মনে হয় না। অনেকগুলি পরবর্তীকালের সংক্ষেপিত বা অভিযোজিত সংস্করণ। সম্ভবত খ্রিঃ অষ্টম শতাব্দী বা তার পরবর্তীকালে এই নাটকগুলি এই রূপ লাভ করে।

ভাসের নাট্যসমগ্র :

ভাসের নাটকগুলি যথাক্রমে :

ক) প্রতিমা ও অভিষেক নাটক—রামায়ণ কেন্দ্রিক

খ) পঞ্চরাত্রি দূত বাক্য, মধ্যমব্যায়োগ, দূতঘটোৎকচ,
কর্ণভার, উরুভঙ্গ—মহাভারত অবলম্বনে।

গ) বালচরিত—কৃষ্ণকাহিনি কেন্দ্রিক।

ঘ) প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, স্বপ্নবাসবদত্তা, চারুদত্ত।
অবিমারক—বৃহৎ কথাকাহিনি অবলম্বনে ও কল্পনাকেন্দ্রিক।

ক) ১. প্রতিমানাটক : সাত অঙ্কে বিভক্ত আলোচ্য রূপকজাতীয় নাটকটির কাহিনি রামায়ণ থেকে গৃহীত। অবশ্য কাহিনির সঙ্গে কল্পনারও বিস্তার আছে। রামচন্দ্র বনবাসে নির্বাসিত, এ দিকে দশরথের মৃত্যু হয়েছে। ভরত তখন মাতুলালয়ে ছিলেন বলে দশরথের মৃত্যু সংবাদ তাঁকে না জানিয়ে লোক আনতে পাঠানো হলে ভরত অযোধ্যায় আগমনকালে এক দেবমন্দিরে এসে দেখলেন সেখানে স্বর্গত পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তাঁর পিতা দশরথের প্রতিমাও স্থান পেয়েছে এবং তিনি তা থেকে পিতার মৃত্যুর কথা উপলব্ধি করলেন বলে আলোচ্য নাটকটির নাম 'প্রতিমা'। 'নাট্যরসের প্রয়োজনে নাট্যকার প্রাচীন রামকথার মধ্যে অতিপ্রায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং নাট্যোৎকর্ষ সাধনে সেগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার

Scanned with CamScanner

করেছেন। চরিত্রসৃষ্টিতে নাট্যকারকৃত পরিমার্জনা তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।'

২. অভিষেক নাটক : 'অভিষেক' নাটকের কাহিনিও রামায়ণ কেন্দ্রিক। রামচন্দ্র কর্তৃক বালিবধ থেকে শুরু করে রামচন্দ্রের অভিষেক পর্যন্ত কাহিনি আলোচ্য নাটকটির বিষয়বস্তু। ছয় অঙ্কে রচিত নাটক জাতীয় রূপক 'অভিষেক'। আলোচ্য নাটকটিতে নাট্যকাহিনির কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। রাম কর্তৃক সীতা উদ্ধার ও রাম-সীতার পুনর্মিলনের পর রামের অভিষেক ও তৎপূর্বে বালির বানররাজ্যে ও বিভীষণের লঙ্কারাজ্যে অভিষেকের কথা এই নাটকে আছে। 'অভিষেক' নাটকটিকে 'প্রতিমা' নাটকের পরিপূরক বলা চলে।

খ) ১. পঞ্চরাত্র : তিন অঙ্কে বিভক্ত 'পঞ্চরাত্র' নাটকটি মহাভারতের ঘটনা অবলম্বনে রচিত। কোনো একটি যজ্ঞ সমাপ্তির পর দুর্যোধন অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের প্রার্থনা পূরণের জন্য আগ্রহান্বিত হলে দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদের জন্য অর্ধরাজ্য প্রার্থনা করেন। অজ্ঞাতবাসী পাণ্ডবদের সন্ধান প্রদান করতে পারলে দ্রোণাচার্যের প্রার্থনা পূর্ণ হবে বলে দুর্যোধন জানান। কৌরবপক্ষের দ্বারা বিরাট রাজার গোধন অপহরণ শুরু হলে আত্মগোপনকারী পাণ্ডবগণ বিরাট রাজার গোধন রক্ষার জন্য আত্মপ্রকাশ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কৌরবদের পরাজিত করেন। এইভাবে পাণ্ডবদের সন্ধান পাওয়া গেলে দুর্যোধন স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার কথা ঘোষণা করেন।

২. দূতবাক্য : এক অঙ্কে রচিত মহাভারতের ঘটনাকেন্দ্রিক 'দূতবাক্য' 'ব্যায়োগ' জাতীয় রূপক। আলোচ্য নাটকে শ্রীকৃষ্ণ দূতরূপে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে কৌরব সভায় উপস্থিত হলে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণ করলে ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের প্রতি সৌজন্য বিশিষ্ট আতিথ্য প্রদর্শন করেন। এইখানেই নাটকের সমাপ্তি।

৩. মধ্যমব্যায়োগ : নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে এটি 'ব্যায়োগ' শ্রেণীর নাটক। নাটকটি একাঙ্ক এবং এর কাহিনিও মহাভারতকেন্দ্রিক। ভীম, ঘটোৎকচ, হিড়িম্বা চরিত্রকে অবলম্বন করে আলোচ্য নাটকটি রচিত। মধ্যমপাণ্ডব ভীম একদিন অরণ্যে ভ্রমণকালে এক ভীষণ দর্শন তরুণ কর্তৃক আক্রান্ত হন। পরে উক্ত রাক্ষসের মা এসে ভীমের সঙ্গে তরুণ রাক্ষসটির পরিচয় করিয়ে দেন। এই রাক্ষসই ভীমপুত্র ঘটোৎকচ এবং তার মা ভীমপত্নী হিড়িম্বা। নাট্যকাহিনি নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত; তিনটি মাত্র চরিত্র থাকলেও নাটকীয় ঘটনার ক্ষুদ্র পরিসরে চরিত্রগুলি চিত্তাকর্ষক। বীর; বাৎসল্য ও কৌতুকরসে পূর্ণ ব্যায়োগটি একটি সার্থক একাঙ্কিকা।

৪. দূতঘটোৎকচ : মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত একাঙ্ক। পাণ্ডবপক্ষের বীর অভিমন্যু চক্রব্যূহভেদ করতে অসমর্থ হয়ে কৌরবদের অস্ত্রাঘাতে নিহত হন। শোকাহত অর্জুন প্রতিশোধগ্রহণে সংকল্প বদ্ধ হলে পাণ্ডবপক্ষে ঘটোৎকচকে দূতরূপে প্রেরণ করা হয়। ঘটোৎকচ দূতরূপে সেই বার্তা কৌরবদের জানালে দুর্যোধনের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ হয়। নাট্য-কাহিনির মূল বিষয়ানুসারে নাটকটির নামকরণ করা হয়েছে 'দূত ঘটোৎকচ'।

৫. কর্ণভার : আলোচ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ একাঙ্কিকার বিষয়বস্তু কর্ণ চরিত্রের দানশীলতা, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রেরছলনায় কর্ণের কবচকুণ্ডল দান তাঁর চরিত্রকে সত্য ও ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল করেছে। নাটকটির মূল বিষয় কর্ণচরিত্রের মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা।

৬. উরুভঙ্গ : মহাভারতের যুদ্ধপর্বের শেষ পর্যায়ের কাহিনিকে কেন্দ্র করে আলোচ্য

Scanned with CamScanner

নাটকটি লিখিত। ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ; কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, বলরাম,—প্রমুখের সম্মুখে দুই বীরের মরণপণ সংগ্রাম, ভীম কর্তৃক অন্যায়ভাবে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পুত্রশোক ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে উরুভঙ্গ রচিত। এটি একটি একাঙ্ক ব্যায়োগ। বীরের মহত্ত্ব ও সগৌরবে মৃত্যুবরণ নাটকটির প্রতিপাদ্য বিষয়। কাহিনির পরিবর্তনে নাট্যকারের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় লক্ষগোচর। কাহিনির উপস্থাপনায়, নাট্যভঙ্গিকে ট্র্যাজেডিসুলভ বৈশিষ্ট্যের পরিচিয় পাওয়া যায়।

গ) ১. **বালচরিত** : ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বাল্যলীলা, কৃষ্ণই বিষ্ণুর অবতার, জন্মের পর নবজাতপুত্রকে নন্দ গোপের গৃহে স্থানান্তরীকরণ, কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির পরিচয়, মহারাজ কংসের অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন ইত্যাদি নাটকটির বিষয়বস্তু। অন্যদিকে বালক কৃষ্ণের বীরত্ব কাহিনি, কালিয় দমন, চানূর এবং মুষ্টিক বধ, কংস নিধন ও গোপসমাজের মঙ্গল বিধান ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে নাটকটি গড়ে উঠেছে।

ঘ) ১. **প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ** : প্রাচীন ভারতের উদয়নকথা অবলম্বনে 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' নাটকটি রচিত। বৎসরাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বীর রাজপ্রাসাদে রাজা উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের রাজার হাতিশিকার সম্বন্ধে আলোচনা। অবন্তীর রাজা মহাসেন কর্তৃক উদয়নকে বন্দী করা, উদয়নকে উদ্ধারের জন্য যৌগন্ধরায়ণের প্রতিজ্ঞা ও অবন্তীরাজ মহাসেন ও মহিষীর মধ্যে উদয়নের হাতে কন্যা সম্প্রদানের ইচ্ছা, উদয়ন ও বাসবদত্তার গোপন প্রণয় ও বিবাহ, উদয়নের পলায়ন, অবন্তীরাজ কর্তৃক উদয়নকে জামাতারূপে স্বীকার ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে নাটকটি গড়ে উঠেছে।

সমালোচ্য নাটকটিতে কাহিনিগত পরিবর্তন লক্ষিত হলেও এবং নাটকে রাজনৈতিক ঘটনা থাকলেও উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনি নাটকটির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। তবে নাটকটির গতি শিথিল, ক্রমপরিণতিও ত্রুটিপূর্ণ। তৎকালীন গণজীবনের নানা বৈশিষ্ট্য নাটকটিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বপ্নবাসবদত্তা : উদয়ন, বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর কাহিনি অবলম্বনে রচিত ছয় অঙ্কের নাটক 'স্বপ্নবাসবদত্তা'। পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাহ হলে উদয়নের সৌভাগ্যোদয় হবে—এই ভবিষ্যদ্‌বাণীতে বিশ্বাস করে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ অগ্নিকাণ্ডের মিথ্যা ঘটনায় নিজের এবং বাসবদত্তার মৃত্যুর কথা রটিয়ে দিয়ে বাসবদত্তাকে ছদ্মবেশে অবন্তিকা নামে রাজকন্যা পদ্মাবতীর কাছে রেখে এলেন। পদ্মাবতী অবন্তিকাকে নিয়ে মগধের প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং পদ্মাবতী উদয়নের বিবাহ নিষ্পন্ন হলো। কিন্তু উদয়ন বাসবদত্তাকে ভুলতে পারলেন না। ঘটনাচক্রে অবন্তিকার বেশধারিণী বাসবদত্তা উদয়নের শয্যায় বসে নিদ্রিত রাজার মুখ থেকে অনুরাগের কথা শুনলেন। নানা ঘটনার মাধ্যমে পদ্মাবতীও জানলেন যে অবন্তিকাই বাসবদত্তা। পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ফিরে এসে রাজা উদয়নের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। 'স্বপ্নের মাধ্যমে বাসবদত্তার সান্নিধ্যলাভ এবং ঘটনাচক্রের বিবর্তনে নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন নাটকের মূল বক্তব্য, তাই স্বপ্নবাসবদত্তা নামকরণ সার্থক।' ভাসের নাটকসমূহের মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্তা' জনপ্রিয় ও শ্রেষ্ঠ। নাটকটিকে 'যৌগন্ধরায়নে'র অনুবৃত্তি বলা চলে।

৩. **চারুদত্ত** : চার অঙ্কে রচিত 'চারুদত্ত' নাটকের বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ চারুদত্ত ও নটী

Scanned with CamScanner

বসন্তসেনার প্রণয়কাহিনি। নাটকটি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। চারুদত্ত ও শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিক'-এর ঘটনাবিন্যাস একই প্রকার। মনে হয়, ভাস রচিত 'চারুদত্ত' নাটক থেকেই শূদ্রক 'মৃচ্ছকটিক' নাটক রচনার প্রেরণা লাভ করেন।

৪. **অবিমারক** : রাজা কুন্তীভোজের কন্যা কুরঙ্গী ও শাপগ্রস্ত রাজকুমার অবিমারকের গোপন প্রেমকাহিনি অবলম্বনে নাটকটি রচিত। নাটকটি ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট। অবিমারক অজ্ঞাতপরিচয় চণ্ডাল যুবক। তিনি আসলে সৌবীর রাজের পুত্র বিষ্ণু সেন, ঋষিশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। নারদের কৃপায় অবিমারক শাপমুক্ত হন এবং কুন্তীভোজ নারদের কাছ থেকে তার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত হয়ে তার হাতে কন্যা কুরঙ্গীকে সম্প্রদান করেন।

ভাসের নাট্যপ্রতিভা বিচার : সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ভাস প্রথিতযশা নাট্যকার। তিনি উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং কেবলমাত্র 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকের জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর নাটকে ঘটনার দ্রুতগতি, মঞ্চে ক্রিয়াশীলতা এবং আকস্মিক চমকসৃষ্টির প্রয়াস তাঁকে একালের নাট্যজগতের সমীপবর্তী করিয়েছে। তবে বহির্দ্বন্দ্বের অতিরেক এবং অতিরিক্ত ক্রিয়াশীলতা তাঁর নাটকের অন্যতম ত্রুটি। তিনি নাটকে বিদূষক বর্জন করেছেন। তাঁর নাটকে প্রাকৃতের স্বল্পতা আছে এবং তিনি নাটকে প্রথানুগত্য পরিহার করেছেন। "ভাসের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ সহজ সরল ভাষা ও বাস্তব চিত্রাঙ্কন দক্ষতা। তাঁহার রচনায় অলৌকিকতার স্থান কম, অযথা প্রকৃতি বর্ণনাও নাই, আছে জীবনধর্মিতা ও ঘটনার অনুকূল পরিবেশ রচনার ক্ষমতা।" [প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালির উত্তরাধিকার, দ্বিতীয় খণ্ড : পূর্বোক্ত।] ভাসের নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য ভাবসমৃদ্ধ সূক্তির প্রয়োগ। এগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ যেমন : স্মৃতা স্মৃত্বো যাতি দুঃখম্ নবত্বম্, কর্তারঃ সুলভা লোকে বিজ্ঞাতারস্তু দুর্লভাঃ, জাগ্রতোহপি বলবত্তরঃ কৃতান্তঃ ইত্যাদি। ভাসেরনাট্য প্রতিভার আলোচনাকালে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসকার ও সমালোচক দুজনের মন্তব্য উধৃত করলে ভাসের প্রতিভার যথার্থতা নির্ণীত হবে :

ক) "সংস্কৃত নাট্যকারগণের মধ্যে ভাসকেই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক নাটকের রচয়িতা বলে দাবী করা হয়। কালিদাস, শূদ্রক ও ভবভূতির রচনায় ভাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য প্রচলিত কাহিনি থেকে নাট্যবস্তু গৃহীত হলেও নাট্যকার প্রায় প্রতিটি নাটকেই কাহিনিগ্রন্থনায় তাঁর মৌলিকতার ছাপ রেখেছেন। কালিদাস ও পরবর্তী নাট্যকারগণের রচনায় নাট্যসংলাপ ও বর্ণনার যে বাহুল্য পরিলক্ষিত , ভাসের রচনা তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাই তাঁর নাটকে কাহিনির গতি দ্রুত, সংলাপ বাহুল্য বর্জিত, চরিত্রগুলি অধিক জীবন্ত এবং মঞ্চের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। সরকার ও ব্যায়োগজাতীয় একাঙ্ক নাট্যরচনায় ভাস সংস্কৃত সাহিত্যে অদ্বিতীয়। ভাসের রচনারীতি সরল, সুবোধ্য এবং আড়ম্বর বর্জিত; দীর্ঘ সমাস, জটিলবাক্য, কৃত্রিম ভাব ও অলঙ্কারবাহুল্য কোথাও নেই, সম্ভবতঃ সেই কারণেই তাঁকে বাগদেবীর নির্মল হাসির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল।" [সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস : ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

খ) "What appeals most to a student of Sanskrit drama in these (স্বপ্নও প্রতিজ্ঞা), as well as in other plays, in their rapidity of action, directness of characterisation and simplicity of diction, which are points often neglected

Scanned with CamScanner

in the normal Sanskrit Drama in favour of poetical excursions, sentimental excess and rhetorical embellishments....The style and diction are clear and forcible but not uncouth or inelegant...The dramas have wrestled with and conquered time, and even if we cannot historically fit them in, they have an unmistakable dramatic, if not poetic quality and this would make then deserve a place of their own in the history of the Sanskrit Drama." [A History of Sanskrit Leterature : S. N. Dasgupta and S. K. De. Calcutta. 1947.] ভাস ছিলেন প্রদীপ্ত প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবি যাঁর ছিল কল্পনার বিশালতা, উৎপ্রেক্ষাশক্তির আতিশয্য, মানবচিত্তবৃত্তির সম্যক্‌জ্ঞান ও তার রূপচিত্রাঙ্কনে অমেয় শৈল্পিক নিপুণতা।

Scanned with CamScanner